R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৮-৯ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উৎসবে-অনুষ্ঠানে
কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে
ইনভিমেন্ট (এস)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ভারতের যে কোন স্থানে
ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য
বাস সার্ভিস

৭২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২২শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯২ সাল, ৭ই আগষ্ট, ১৯৮৫ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা, বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

ধাবমান পদ্মায় এ্যাফ্লেক্স বাঁধ বিপন্ন, জঙ্গিপুর শহরেও বিপদাশংকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : পদ্মার ভয়াবহ ভাঙ্গন ধেয়ে এসে এ্যাফ্লেক্স বাঁধকে যেভাবে বিপন্ন করে তুলেছে তাতে জঙ্গিপুর শহরও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মহকুমা প্রশাসন থেকে অবিলম্বে এই আশংকার কথা জানিয়ে মহাকরণে জরুরী বার্তা পাঠানো হয়েছে। ওই বার্তায় বলা হয়েছে, গত ১৪ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত পদ্মার ভাঙ্গনে প্রায় ২ হাজার পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। প্রায় ৫ কিমি এলাকা পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় ২৫০ পরিবার অন্যত্র চলে গেছে। অবশ্য সরকারীভাবে তাদের জি আর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক ভাঙ্গনে সরকারী হিসেবে প্রায় ৫০ একর পাটের জমিও পদ্মা গর্ভে চলে গেছে। সাকুল্যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১'২০ লক্ষ টাকা। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে দিনকয় আগে জেলা শাসক ব্রজবিহারী মহাপাত্র ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় যান। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বি ডি ও জেলা শাসকের কাছে ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য অবিলম্বে ২৫০ ত্রিপল চেয়ে পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। এবারের ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে বড়শিমূল, কুতুবপুর, ডিহিপাড়া, বাহুরা ও নবাব জায়গীর। বর্তমানে ভাঙ্গনের যে ভয়াল রূপ তাতে জঙ্গিপুর শহরকে বন্যার জন্য নির্মীত এ্যাফ্লেক্স বাঁধ থেকে পদ্মা আধ কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে বলে সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে।

গ্রামীণ পাঠাগারগুলির দৈন্যদশা বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ পাঠাগারগুলো সরকারী অনুদানের অভাবে ধুঁকছে। জুলাই মাস শেষ হল। কিন্তু ১৯৮৪-৮৫ সালের আর্থিক অনুদান বাবদ কন্টিজেন্সির ১০০০ টাকা, পত্রপত্রিকা বাবদ ৫০০ টাকা, বই বাঁধাই খাতে ৫০০ টাকা, আসবাবপত্রের জন্য ৫০০ টাকা এখনও মেলেনি। এছাড়া রয়েছে গৃহ মেরামতি ও নতুন-ভাবে গৃহ নির্মাণের সমস্যা। অফিসারেরা সবুজ সংকেত দিলেও গ্রামীণ পাঠাগারের কর্ম-কর্তারা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। অনেকে পত্র পত্রিকা নেওয়াও বন্ধ করেছেন। বইপত্র রাখা যাচ্ছে না এবং কর্মরত গ্রন্থাগারিকেরা এপ্রিল মাস থেকে বেতন না পাওয়ায় অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। আর কিছু লাইব্রেরী রয়েছে সেগুলো হাইকোর্টের আওতাধীন, ফলে সেখানে গ্রন্থাগারিক নাই। শোনা যাচ্ছে ঐ ধরণের লাইব্রেরী সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তারই ফলে এক বছর পার হয়ে গেলেও লাইব্রেরী ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রার্থীরা ইন্টারভু দিয়েও চাকুরী পাচ্ছে না। মুর্শিদাবাদ জেলায় লাইব্রেরীগুলো নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে, কাজকর্ম বন্ধ, কিন্তু কর্মচারীরা বেতন যথারীতিভাবে পাচ্ছে। এ খবর জেলা শাসকও জানেন। এতৎসত্ত্বেও কেন এর সুরাহা হচ্ছে না সেকথা জনগণ ভেবে অবাক হচ্ছেন! প্রশ্ন সরকার চোখ মুখ বুজে রয়েছেন কেন? লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে যাক এটাই কি সরকার চান?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দশম জেলা সম্মেলন

সংবাদদাতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দশম জেলা সম্মেলন আগামী ৩১ আগষ্ট ও ১ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঐ উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করার উদ্যোগ নিয়ে ২৫ জুন জঙ্গিপুর মহকুমা গ্রন্থাগার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ একটি জরুরী সভা ডাকেন। উক্ত সভায় নিমাই সেনগুপ্ত সম্পাদক ও জীতেন্দ্র-প্রসাদ ধর এবং উমা গাঙ্গুলী যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সম্পাদক নিমাই সেনগুপ্ত জানান, সম্মেলনে জেলার প্রায় দুইশত গ্রন্থাগার কর্মী যোগদান করবেন ও প্রধান অতিথি থাকবেন পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের মন্ত্রী ছায়া বেরা। সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হবে।

বৈদেশিক বৃত্তিলাভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রাম নিবাসী ডঃ ভরতচন্দ্র সাহা যুগোশ্লাভিয়া সরকারের বৃত্তিলাভ করেছেন। এই বৃত্তির সর্ত্তানুযায়ী ও ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় তিনি যুগোশ্লাভিয়ার জাগেক এ অবস্থিত হপ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে বিজ্ঞান বিভাগে যোগ দিচ্ছেন। শ্রীসাহা বর্ত্তমানে বিহারে রাজেন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বালিয়া নেতাজী সংঘের একজন উদ্যোগী সভ্য।

বৃষ্টি অভাবে চাষ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার বৃষ্টি নির্ভর আমন ধান চাষীরা বৃষ্টির অভাবে ধান রোয়া কাজ করতে পারছেন না। এই খরিফ মরশুমে যারা উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করবেন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফেলা বীজ রোয়ার বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। শ্রাবণের শেষ কিন্তু জমি শুকনো হয়ে পড়ে আছে। ক্যানেল এলাকায় কিছু জমিতে চাষ হলেও চাষীদের আকাশের দিকে হতাশ নয়নে চেয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় নাই।

চোরাই বিজলীতার উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ অফিসার গত ৫ আগষ্ট সাগরদীঘি থানার পুলিশের সাহায্যে মনিগ্রামের সেরবান সেখের বাড়ীতে তল্লাসী চালান। তল্লাসীর ফলে ঐ গৃহ হতে এ্যালুমিনিয়াম তার, খুঁটিতে টানা দেওয়ার লোহার তার, চীনা মাটির সংযোগ কাপ ও কিছু কাঠের পোল উদ্ধার হয়। বেশ কয়েক মাস যাবৎ এ অঞ্চল হতে বিজলীর তার, খুঁটি প্রভৃতি চুরি যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। মহকুমা পুলিশ অফিসারের তৎপরতায় গোপন সূত্র মরফৎ সংবাদ সংগ্রহ করা হয় ও তল্লাসী চালানো হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯২ সাল।

ফল প্রকাশে বিভ্রাট

১৯৮৫-র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বৎসর যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে তাহা বেনজির। সংবাদে প্রকাশ প্রকৃত পক্ষে কৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হইবে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৩১ জন। কিন্তু পর্ষদ যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখান হইয়াছে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯৮৫ জন। অর্থাৎ ২০৭৫৪ জন ছাত্রছাত্রীকে ভুলবশতঃ কৃতকার্য দেখান হইয়াছে। বিভাগ দেখাইবার ক্ষেত্রেও ভুল আছে ইহা পর্ষৎ কর্তৃপক্ষই স্বীকার করিতেছেন। তদুপরি অত্রস্থ বিদ্যালয়গুলি হইতে মার্কশীট পাওয়ার পর বহু বিভ্রান্তিকর সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। শোনা যাইতেছে যে অনৈকা কৃতকার্য্য ছাত্রীর মার্কশীটে সে ব্যাক পাইয়াছে দেখানো হইয়াছে। ঐ ছাত্রীর মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন ঐ ভুল হওয়ার কারণ কয়েকজন ট্যাবুলেটরের গাফিলতি। এবং সাতজন ট্যাবুলেটরকে ঐ কারণেই সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। ভুলের কারণগুলি অনুসন্ধান করা হইতেছে ও ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ ভুল না হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার মাত্রাতিরিক্ততার ফলেই এই ভুল হইতেছে। কেননা এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা লওয়া ও সময়মত ফল প্রকাশ করা অতি দুরূহ কর্ম। সে কারণেই তাঁহাদের অভিমত পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সাহায্য লওয়া হউক। তাহা হইলে ভুলের আশঙ্কা থাকিবে না। কিন্তু যন্ত্রও তো মানুষেই পরিচালনা করিবে। সেক্ষেত্রে একেবারে নির্ভুল কাজের গ্যারান্টি কোথায়? মাত্রাতিরিক্ত পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সুস্থতা আনিতে পরীক্ষা ব্যবস্থারই আশু পরিবর্ত্তন কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের বিপুলতা হ্রাস করার ব্যবস্থা চিন্তা করাই উচিত। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। তাহাদের পরিচালনায় শিক্ষালয়ের স্বল্পতার কারণে তাহাদের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল নহে। যদি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অবলুপ্তি ঘটাইয়া সকল প্রকার বিদ্যা কেন্দ্রগুলির ভার ভাগ করিয়া এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূরীভূতও হয় আবার ছাত্রছাত্রীর অস্বাভাবিক বিপুলতাও হ্রাস পাওয়ায় পরীক্ষা পরিচালনাও সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর যখন সারাদেশে শিক্ষানীতি ও সিলেবাসের ক্ষেত্রে এক সর্বভারতীয় নীতি গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট, তখন বিশ্ববিদ্যালয় পৃথক পৃথক হইলেও পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাজিত বিদ্যাকেন্দ্রগুলিকে কোন অসুবিধার সম্মুখীনও হইতে হইবে না।

এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে

বরুণ রায়

সেই আদিম যুগে মানুষ যখন অরণ্যচারী ছিল তখন পাহাড় পর্বতের গুহা কন্দরে বা অরণ্যের অন্ধকারে যে কোন একটি আচ্ছাদনের নীচে আশ্রয় নিয়ে সে জীবজন্তু শিকার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। প্রতিকূল প্রকৃতি আর তাবৎ প্রাণীকুলের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই ছিল তখন তার একমাত্র লক্ষ্য। মানুষের মস্তিষ্ক অন্যান্য জীবজন্তু থেকে তাকে স্বতন্ত্র জগতে নিয়ে এসেছে। নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে মানুষ অগ্রসর হয়েছে। অপ্রতিহত গতিতে ছুটেছে তার বিজয় রথ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে শুধু আহার্য সংগ্রহের আন্তর প্রয়োজন মিটানোর পরেও তার মনের চাহিদার অফুরন্ত হাতছানি তাকে নব নব দিগন্তের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। নতুন নগর গড়েছে, বেশভূষা অলঙ্কার পারিপাট্য এসেছে। সাহিত্য, শিল্প সঙ্গীত, ধর্মসাধনা, বিজ্ঞানচর্চা কত না সহস্রধারায় মানুষের কর্মপ্রবাহ এগিয়ে গিয়েছে।

সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগেও আমরা দেখেছি মানুষ দেবত্বের অভিলাষী, অমরত্বের সন্ধানী। ধর্মীয় সাধনা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্চায়, আচার আচরণে, চিন্তায় মননে সমুন্নত আদর্শের চাপ এনে দিয়েছে। সত্যবাদিতা, সদাচার, বিনয়, পরোপকার, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি আয়ত্ত করার জন্য সমাজ উদ্‌গ্রীব। মানবিক মূল্যবোধগুলি সেইভাবেই গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই বাতাবরণ যুগযুগ ধরে অটুট থেকেছে। রাজারাজড়াদের উত্থানপতন হয়েছে, দুর্ভিক্ষ এসেছে, এসেছে রাষ্ট্রবিপ্লব। কিন্তু গ্রাম ভারতের জীবনধারা অবিচ্ছিন্ন, অবিকৃতি থেকে গিয়েছে। বাঙ্গালী জীবনও এই একই খাতে বয়ে গিয়েছে।

এদেশে ইংরেজরা আসার পর পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চিন্তা চেতনার সংঘাত শুরু হয়। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে তখন ইউরোপীয় সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানে-চিন্তা ও চেতনায় ইউরোপীয় মনীষার মহত্তম ফসল ফলছে। ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘাত বাঙ্গালীর নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছে। বাঙ্গালী জীবনে মানব সভ্যতার মহত্তম গুণগুলি আমরা অজস্র চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হতে দেখেছি।

বাঙ্গালী জীবনে সেই জোয়ারের বেলা আমরা দেখেছি বাঙ্গালী যৌবনের এক অপরূপ রূপ। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী যুবক সর্বস্ব নিবেদন করেছে। বাঙ্গালী অগ্নিশিশুরা সীতা থেকে পেয়েছে জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা। নামের মোহ নাই, পদের লালসা নাই। আরাম ও বিলাসের জীবনকে পদাঘাত করে স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছে।

তারপর বহু উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এসেছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার চারটি দশক প্রায় অতিক্রান্ত। দু'হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা ভারতমাতার অপরূপ সেই মাতৃমূর্ত্তিকে এই আটত্রিশ বছর আমরা ভেঙ্গেচুরে ছিঁড়েখুঁড়ে এক বিকলাঙ্গ পূতিগন্ধময় রাক্ষসীমূর্ত্তিতে পরিণত করেছি।

পরাধীন দেশের অমর্যাদা আর আত্মাবমাননা আমাদের শ্বাসরোধ করেছিল। এক মুক্ত আকাশের নীচে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবন আমরা চেয়েছিলাম। অভাব ও দারিদ্র থেকে মুক্ত নানা রঙেরসে বিকশিত এক মহত্তর জীবনে উত্তরণের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম।

কিন্তু বাস্তবে ঘটল কি? আজ দেশের চেহারাটা একবার দেখা যাক। ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাকারবার, কালো বাজারে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। বেকার সমস্যা দিনের পর দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। দেশের যুবসমাজ ক্রমশঃ অন্ধকার পিছল পথে নেমে যাচ্ছে। সত্যবাদিতা, সদাচার, বিনয়, পরোপকার, ন্যায়নিষ্ঠা—সবকিছু আজ পরিত্যক্ত, উপহাসিক। রাজনীতি ও ভণ্ডামি আজ প্রায় সমার্থক। সর্বত্র ভেজাল। শিক্ষায় ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, খাদ্যে ভেজাল, আচার আচরণে ভেজাল। নিছক বাঁচার তাগিদে সব রকমের অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে যে কোন নীচতার আশ্রয় নিয়ে আমরা রুটির টুকরো নিয়ে রাস্তার কুকুরের মত লড়াইয়ে নেমেছি। ধর্মব্যবসায়ী ও রাজনীতি ব্যবসায়ীদের দাপটে আজ সারাদেশ কম্পমান। মার্কিনী আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী জীবনের হাতছানি আমাদের যুবসমাজকে অন্ধকার পথে টেনে নিয়ে চলেছে। যুবসমাজের সামনে কোন মহৎ জীবন বা কোন মহৎ আদর্শ আজ আর নাই। পারিপার্শ্বিকতা আজ তাদেরকে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করেছে।

দেশজুড়ে অপসংস্কৃতির বান ডেকেছে সাহিত্যে যৌনতা, পর্ণোগ্রাফি, অপরাধ নিয়ে ছড়াছড়ি। সিনেমা ও টিভিতে খুনজখম মারদাঙ্গা মদ মেয়েছেলে। ব্লু ফিল্ম। নানা বিকৃতি নেশা। কর্মহীন বেকার জীবন। আর তাদের সামনে অন্ধকারের হাতছানি। বে-আইনী বোমা পিস্তল তো এখন মুড়িমিছরির সামিল। কর্মহীন জীবনে ছিনতাই, রাহাজানি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ওয়াগন ভাঙ্গা বিদেশে মালপাচার, নিদেনপক্ষে জবরদস্তি চাঁদা আদায়ের পথে অনেকেই পা বাড়িয়েছে। নারীধর্ষণ, যৌন অপরাধ বেড়ে চলেছে।

নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক দাদারা এই মস্তানদের বুকে টেনে নিয়েছে। মুখে অপসংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি ইত্যাদি বড় বড় বুলি আওড়ালেও কোন রাজনৈতিক দলের সাহস নাই দেশব্যাপী সর্বব্যাপী এই অধঃপাতের পথ থেকে যুবসমাজকে টেনে তোলার জন্য তাদের অপকার্য বা নোংরা প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। কথায় কথায় মালিকদের কালো হাত ভেঙ্গে দেওয়ার গুঁড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানায় যে ইউনিয়ন নেতারা—কখনও কি দেখেছেন, তারা নিজেদের ছত্রছায়ায় যারা আছে, তাদের কাজে ফাঁকি দেওয়া বা ঘুষ নেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে? নীতিভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, মেরুদণ্ডহীন, বিবেকহীন, আত্মস্বার্থ পরায়ণ নোঙর ছেঁড়া এই উদ্‌ভ্রান্ত নাবিকরা, কোন ভবিষ্যতের কূলে গিয়ে ঠেকবে? গরল সমুদ্র উত্তাল হয়ে বহুযুগের সাধনালব্ধ ভারত আত্মাকে আজ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে বসেছে। এই অশান্ত যৌবন জলতরঙ্গ কে রোধ করবে?

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৩

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

ফেরীঘাটে অব্যবস্থা

গত ১১-৭-৮৫ সকাল ৯টা থেকে জঙ্গীপুর সদরঘাট ও গাড়ীঘাটে সমস্ত ফেরী নৌকা কর্ম বিরতি পালন করে। তাদের দাবী ফেরী পারাপারের জনপ্রতি প্রচলিত রেট ·০৫ পঃ হতে ১০ পয়সা করতে হবে। সত্যি আক্রা-গণ্ডার বাজারে এ দাবী অযোগ্য নয়। কিন্তু সম্প্রতি আমরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি যে বহু ফেরী মাঝির নৌকাই লাইসেন্সবিহীন। এদের কোন Tax দিতে হয় না। প্রতিদিন প্রতি ফেরী মাঝি ২০ টাকা হতে ৩০ টাকা রোজগার করে। একটু আধটু বৃষ্টি বাদল ও বাতাস হলে তখন ·১০পঃ হতে ·২৫ পয়সা জনপ্রতি ফেরীতে আদায় করা হয়। এসব প্রতিদিনের ঘটনা। ফেরী ম্যানদের একটা Union আছে। সেটার নেতৃত্ব দিচ্ছে RSP দল। খুব ভাল। কিছু ফেরীচালক কম করে ২০০ জন সেই Union-এর পতাকাতলে সংঘ-বদ্ধ হয়ে ১১-৭-৮৫ তারিখে এই হরতাল পালন করেন। এখন প্রশ্ন এই হরতালের জন্য নিয়মমাফিক ১মাস আগে পৌর কর্তৃ-পক্ষকে কোন লিখিত Notice দিয়েছেন কি? সেদিন হাজার হাজার যাত্রির নৌকা মারফত নদী পেরোতে যে অসুবিধা হল পুরপতি সেটা একটু খতিয়ে দেখবেন কি? জঙ্গীপুর শহরে RSP দলের আরো বহু সদস্য নিশ্চয়ই আছেন। তাদের সুখ সুবিধা কে দেখবেন? কলেজ স্কুলে হাসপাতাল কোর্ট কাছারি থানা উপলক্ষে হাজার হাজার গরীব মেহনতী মানুষ প্রতিদিন নৌকাযোগে এপার ওপার যাতা-য়াত করেন যাদের ·০৫ পঃ দিতেই মাথা ঘুরে যায়। এদের পক্ষে চিন্তা করার কেউ নাই কি? উপস্থিত এতসব ভেবে পৌরকর্তৃ-পক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি অনতিবিলম্বে কিছু ফেরী নৌকা সীজ করে ফেরীঘাট চালু রাখুন। ঘাটের ইজারাদারদের প্রতিদিন নিয়মিত দুইঘাটে কমকরে চারটা করে আটটা ঘাটের নৌকা চালাবার ব্যবস্থা করতে অনু-রোধ জানাচ্ছি। আর ঘাটের পারানি প্রতি-জনের ·০৫পঃ স্থলে ·১০পঃ করার পূর্বে জঙ্গীপুরের জনসাধারণের অর্থাৎ নাগরিকদের, কৃষক মেহনতী শ্রমিক কর্মচারীদের, স্কুল কলেজের শিক্ষক ছাত্রদের, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের একটা সমাবেশের মাধ্যমে অভিমত গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীতুলসীচরণ মণ্ডল
ধনপতনগর (জঙ্গীপুর)

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সের
ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

কৃষি সংবাদ A

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক জানাচ্ছেন যে কান্দি, ভরতপুর ১নং ও ২নং ও অন্যান্য ধান উৎপাদন ব্লকে জলদি জাতের ধানে পামরী পোকার (রাইস হিসপা) আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ দুই অবস্থাতেই এই পোকা ধানের ক্ষতি করে। পূর্ণাঙ্গ পোকা কালো রং এর এবং কাঁটা থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে নেয় এবং পাতায় লম্বা লম্বা সাদা সাদা ডোরা দাগ দেখা যায়। আক্রমণ বেশী হলে কয়েকটি সাদা লম্বা দাগ একসঙ্গে মিশে পাতা শুকিয়ে যায়।

পূর্ণাঙ্গ পোকা দমনের জন্য বি এইচ সি ১০% গুঁড়া ৩০ কেজি হেক্টর প্রতি বা কুইনাল ফস ৫% গুঁড়া ২০ কেজি হেক্টর প্রতি ছড়িয়ে দিন। তরল ওষুধ যেমন কুইনাল ফস ১½ মি, লি বা মিথাইল প্যারাথিয়ন ১মি, লি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

অপূর্ণাঙ্গ পোকা পাতার উপরের স্তরের ঠিক নীচে থাকে আলোর সামনে ধরলে দেখা যায়। গুঁড়ো ওষুধে খুব বেশী কাজ নাও হতে পারে। দমনের জন্য মেটাসিড ১ মি, লি প্রতি লিটার জলে বা বি, এইচ, সি ৫০% জলে গোলা ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

এ ছাড়া মাজরা পোকা, ভেঁপু পোকা ও অন্যান্য রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এর জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করুন। বিস্তারিত পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অজয়কুমার বসু
পঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর। ১২-৭-৮৫

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

কৃষি সংবাদ B

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক জানাচ্ছেন যে বেশীর ভাগ ব্লকে পাটে ঘোড়াপোকা (জুট সেমিলুপার) ও মাকড় (মাইট) পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। ১নং পোকা পাট গাছের কচিপাতা গুলো খেয়ে ফেলে গাছের বৃদ্ধি নষ্ট করে দেয়। এই পোকা চেনা সহজ। সবুজ রং এর পোকা। পিঠ বেঁকিয়ে চলে। ২নং পোকা পাট গাছের পাতাগুলির রস চুষে খায় ও গাছের বৃদ্ধি একদম কমিয়ে দেয়। এই পোকার আক্রমণে ডগার পাতা কুঁকড়ে সাপের ফণার মত আকার ধারণ করে।

প্রতিকারের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি দপ্তরের সুপারিশ নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পোকা দমনের জন্য বি-এইচ-সি ১০% গুঁড়া ৩০ কেজি হেক্টর প্রতি অথবা প্রতি লিটার জলে বা মেটাসিড ১ মি, লি প্রতি লিটার জলে বা একালাক্স ১½ মি, লি প্রতি লিটার জলে বা বি-এইচ-সি ৫০% জলে গোলা ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে স্প্রে করতে হবে।

মাকড় পোকার জন্য সুভাক্রন ১ মি,লি বা ১ মি, লি মনোসিল প্রতি লিটার জলে গুলে পাতার উপর ও নীচ দুই দিকেই স্প্রে করতে হবে।

অজয়কুমার বসু
পঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর। ১২-৭-৮৫

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞান আলোচনা চক্র

সাগরদীঘি : গত ২ আগষ্ট সাগরদীঘি ব্লক যুব করণের উদ্যোগে বিড়লা ইন্‌ষ্টিটিউট আয়োজিত বিজ্ঞান আলোচনা চক্র সাগরদীঘি এস. এন উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দিয়ারা হাইস্কুলের মহঃ আনেমুল মল্লিক ও বালিয়া হাইস্কুলের গৌতম সান্যাল জেলাস্তরে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। তৃতীয় স্থান অধিকার করে সুলেখা ভট্টাচার্য্য যুব করণ আধিকারিকের প্রশংসা লাভ করে।

জুয়াড়ীদের স্বর্গ ধুলিয়ানে নয়া আমদানী ব্লু ফিল্ম

ধুলিয়ান : ভি ডি ও তে ব্লু ফিল্ম প্রদর্শনী ব্যবসা এখানে বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলার প্রান্তিক নগর ধুলিয়ান এমনিতেই বহু বে-আইনী কারবারের ঘাঁটি। মদ, জুয়া, গাঁজা, বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর স্বর্গভূমি। এই অঞ্চলের সমাজজীবনে স্বভাবতঃই তাদের প্রভাব জোরদার, তদুপরি ইদানিং ভি ডি ও প্রসারের ফলে ব্লু ফিল্ম প্রদর্শনী সোনায় সোহাগা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধুলিয়ানের সুস্থ মানুষ এ ব্যাপারে মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

রাস্তা দেখলে কে বলবে পূর্ত্ত বিভাগ বেঁচে আছে

সাগরদীঘি-রঘুনাথগঞ্জ প্রধান রাস্তাটির অবস্থা শোচনীয়। ঐ পথে সারাদিনে অন্ততঃ পক্ষে ১০/১২টি বাস বহরমপুর থেকে সুদূর মালদহ পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। হাজার হাজার যাত্রীর জীবন মরণ নির্ভর করছে যে রাস্তার উপর সেই রাস্তার একটি অংশও বর্ত্তমানে চলাচলের উপযুক্ত নয়। দু দশ হাত অন্তর দু তিন ফুট গর্ত্ত, পীচ উঠে শিশুর দাঁতমেয়ের মত মুখ বিকৃতি করে। যে কোন মুহূর্ত্তে দুর্ঘটনায় শতশত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই পথ সংস্কারের কোন ব্যবস্থা আজও চোখে পড়ে না। ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের বক্তব্য এই রাস্তা কি বেওয়ারিশ, পূর্ত্ত বিভাগ বেঁচে আছে তো?

বাড়ী বিক্রয়

টাউনের মাঝখানে রাস্তার উপরে দরবেশপাড়ায় সুন্দর পরিবেশের মধ্যে পৌনে চার কাঠার উপরে নিচে দুইখানা উপরে একখানা ঘর, পায়খানা, বাথরুম, টিউবওয়েলসহ ও কিছুটা ফাঁকা জায়গা আছে। এই বাড়ীটি বিক্রয় আছে।

সত্বর যোগাযোগ করুন।

শ্রীগুরু ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ, সদরঘাট

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

*

স্কুলের 'অপশন' ফরম আমাদের কাছে পাবেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ—

ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন

জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান-৫

রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের নিকটস্থ ১৮/ কাঠা জায়গা একসঙ্গে অথবা প্লট হিসাবে বিক্রয় করা হইবে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

রাজারাম মুন্দ্রা
জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুরি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে [illegible] পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জেরক্স ঘর যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ